যুগান্তর

তারিখ ... 11 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

হোমিওপ্যাথি বোর্ড ও মেডিকেলে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ

আবদুল মান্নান

বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড ও বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। হোমিওপ্যাথিক বোর্ডে কোন নিয়মনীতি মানা হচ্ছে না। শর্তাবলী পূরণ ছাড়াই নতুন হোমিও মেডিকেল কলেজ করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। বোর্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও চেয়ারম্যানসহ একটি মহল এ বোর্ডকে নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহার করছেন। বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়েছে গতবছরের ৫ নভেম্বর। বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের চেয়ারম্যান একাই তিনটি পদ আঁকড়ে আছেন। ভুয়া বিল ভাউচার দিয়ে সেখানে বিল পাস করে নেয়া হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, কলেজের অনেক কর্মকর্তাই ঠিকমতো অফিস করেন না, কয়েকদিন পরপর এসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে থাকেন। সব মিলিয়ে হোমিওপ্যাথিক বোর্ড ও কলেজ অনিয়মের রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

সূত্র জানায়, বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান একই ব্যক্তি। একই ব্যক্তি জয়কালী মন্দির রোডে অবস্থিত বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। কিন্তু তিনি কোনদিনই আরএমও'র দায়িত্ব পালন করেন না। কেউ বাদ-প্রতিবাদ করলে তার বিরুদ্ধে ওতাবাহিনী লেলিয়ে দেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লিখিত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সাবেক প্রিন্সিপাল ডা. আবু মোঃ নুরুল হুদা তরফদারকে ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দিয়ে লাঞ্ছিত করা হয়েছে এবং অনেকদিন তার কক্ষে তালা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। কলেজের আবাসিক চিকিৎসক তার কক্ষে বসেন না। বসেন অন্য এক ডাক্তার। একজন হোমিও ডাক্তার যুগান্তরকে বলেন, মহলবিশেষের স্বার্থ রক্ষা করতে চুয়াডাঙ্গা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে এমন একজনকে অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হয়েছে যার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার কোন ডিগ্রি নেই। নিয়ম অনুযায়ী একজন অধ্যক্ষের ডিপ্লোমা ইন হোমিওপ্যাথি ডিগ্রি থাকা বাঞ্ছনীয়। অথচ চুয়াডাঙ্গা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হয়েছে চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ শাজাহান আলী মিয়াকে। শর্ত অনুযায়ী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ হতে হলে তাকে অবশ্যই হোমিও চিকিৎসক হতে হবে এবং ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। কলেজ করার অনুমতিদানের ক্ষেত্রেও গুরুতর অনিয়ম করা হচ্ছে। কলেজ ও বোর্ডের উর্ধ্বতন পর্যায়ে অবস্থানকারী কর্মকর্তাদের একটি গ্রুপ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে নানা অনিয়মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। ফলে হোমিও শিক্ষা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি সব পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি দানা বেঁধেছে। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অনুমতি দেয়ার ক্ষেত্রেও নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। শর্তাবলী ভঙ্গ করে যেসব কলেজকে অনুমতি দেয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে চুয়াডাঙ্গা হোমিও মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরগুনা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, রহনপুর হোমিও মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং পটুয়াখালী হোমিও মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। এসব কলেজে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগেও নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের অফিসের মালামাল ক্রয়েও ব্যাপক অনিয়ম করা হয়েছে। ফাইনাল পরীক্ষার খাতা ক্রয়ের সময়ও কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা করা হয়নি। হোমিও বোর্ডের জন্য টেবিল, চেয়ার, ফ্রিজ, আসবাবপত্র ক্রয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও রেজিস্ট্রার মিলে দুর্নীতি করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গাড়ি ক্রয় করার সময় (নোয়াখালী-২০০৭) ২৫ লাখ টাকার গাড়ি ৩৫ লাখ টাকা দেখানো হয়েছে। গাড়িটি চেয়ারম্যান ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজে ব্যবহার করে থাকেন। চেয়ারম্যানের কাজ হল বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করা। এছাড়া অন্য কোন কাজ নেই তার। অথচ নিজের ও পরিবারের কাজে গাড়ি ব্যবহার করে তেল খরচ করা হচ্ছে। এতে সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে। এছাড়া ডা. হ্যানিম্যানের জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে ব্যয় প্রথমে ৭৫ হাজার টাকা দেখানো হলেও পরে তা এক লাখে উন্নীত করা হয়। পরীক্ষার খাতা চেয়ারম্যানের পছন্দের লোকজনকে দিয়ে দেখানো হয়ে থাকে।

চেয়ারম্যান একাই আঁকড়ে আছেন তিনটি পদ

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে কলেজের অধ্যক্ষ ডা. সালেহা খাতুন যুগান্তরকে বলেন, অনিয়মের ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। তবে বোর্ড ও কলেজে একই ব্যক্তি একাধিক পদ আঁকড়ে আছেন বলে স্বীকার করেছেন। হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ কুমার রায় যুগান্তরকে বলেন, তার প্রতিষ্ঠানে কোন অনিয়ম বা দুর্নীতি করা হয়নি। নতুন কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের আগ পর্যন্ত আগের কমিটি হোমিও বোর্ডের দায়িত্ব পালন করছে। বোর্ডের ১৭ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি দিয়ে হোমিও বোর্ড পরিচালিত হচ্ছে।